রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৪ সনের ১৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২৫, ২০২৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১৫—২৩০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫২৫—৫৪৩
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪৫—৩৫৬
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৬৫
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) .... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস : রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২১ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৩/২০২৪/কাস্টমস/৩৬**—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বেনাপোল স্থলবন্দরস্থ মেসার্স এম্পোরিয়াম ডিউটি ফ্রি (বন্ড লাইসেন্স নং-০২, তারিখ : ১৫-১০-২০১২) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য নিম্নরূপ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করিল, যথা :—

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃ ডঃ)
১	খাদ্য সামগ্রী (পিস)	৩,৬০০.০০
২	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ (পিস)	৪,৮০০.০০
৩	মদ/লিকার (লিটার)	৪৫,৬০০.০০
৪	সিগারেট (মিনি কার্টুন)	৯০,০০০.০০
		মোট = ১,৪৪,০০০.০০ (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মাঃ ডলার)

এইচ এম আহসানুল কবীর
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমসঃ রপ্তানি ও বন্ড)।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০/৪ ডিসেম্বর ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০২০.০৪-৪৩৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ মামুনুর রশিদ, জন্ম তারিখ : ২৫-১২-১৯৯৫ খ্রি., পিতা : মোঃ জমির উদ্দিন, মাতা : গোলবানু বেগম, গ্রাম : পূর্ব সাদিপুর, ওয়ার্ড নং-০৮, ডাকঘর : দশমাইল, উপজেলা : কাহারোল, জেলা : দিনাজপুর) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার ০৫ নং সুন্দরপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ : ০৩ মাঘ ১৪৩০/১৭ জানুয়ারি ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩০.১১.০৯৩.২৩.০২১**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ)-এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে গাইবান্ধা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মিজানুর রহমান মন্ডল, পিতা-ইউসুফ আলী মন্ডল, মাতা-মোসাঃ মাহমুদা বেগম-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রে নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ-এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরে নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ০৮ পৌষ ১৪৩০/২২ জানুয়ারি ২০২৪

নং **২৩.০০.০০০০.০৬০.১১.০১০.২০.২১**—বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাঃ লেঃ ইশরাত জাহান চৌধুরী, (এস), বিএন (পি নং ১৫২৩)-কে ১১ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখ থেকে THE NAVY ORDINANCE, 1961 এর ধারা ১৭(১) এবং THE NAVY REGULATIONS, 1961 এর অনুচ্ছেদ ০৮০১(এফ) ও ০৮০৭(এ) অনুযায়ী বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from the service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাহবুবা হাসিন
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ মাঘ ১৪৩০/১৮ জানুয়ারি ২০২৪

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৭.২২-১৫**—যেহেতু, জনাব মল্লিক রাশেদুল বারী ইবনে কুদ্দুস (পরিচিতি নম্বর ৩০০৩৪০), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক উপ-বিভাগ-২, নাটোর (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সওজ, শেরপুর সড়ক উপ-বিভাগ, বগুড়া) "সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে ডিপিপি প্রণয়নের সাথে জড়িত ছিলেন;

যেহেতু, উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা সভায় দেখা যায় প্রকল্পটির প্রস্তাবিত এলাইনমেন্টের ১১টি মৌজাসহ সর্বমোট ১৪টি মৌজার নাম ডিপিপি প্রণয়নের সময় বাদ পরে ছিল। এছাড়া ৩টি মৌজা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতিরিক্ত অন্তর্ভুক্ত মৌজা (৩টি) বাদ দিয়ে বাদপড়া মৌজা (১৪টি) অন্তর্ভুক্তির কারণে ডিপিপি সংশোধন করে ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করার প্রয়োজন হয়। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হিসেবে তিনি ডিপিপি প্রণয়নের সময় এর অঙ্গসমূহ সঠিকভাবে যাচাই করেননি। যথাযথভাবে প্রকল্পের ডিজাইন না হওয়ায় পরবর্তীতে রিজিড পেভমেন্ট, রিটেইনিং ওয়াল এবং ব্রিক টো ওয়ালের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়;

যেহেতু, ত্রুটিপূর্ণ ডিপিপি প্রণয়নের কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ এনে অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করতঃ কেন তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত করা হবে না বা অন্য কোনো উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর মাধ্যমে কোনো কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না কিংবা তার বক্তব্যের মাধ্যমে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিতভাবে জানানোর জন্য ০৮/২০২২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের জবাবে নিজের ভুল স্বীকার করে

অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বিষয়টি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর আগ্রহ প্রকাশ করায় গত ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য বিবেচনায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২) (ঘ) মোতাবেক এ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব, জনাব আব্দুল্লাহ-আল-মাসুদ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মল্লিক রাশেদুল বারী ইবনে কুদ্দুস (পরিচিতি নম্বর ৩০০৩৪০), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক উপ-বিভাগ-২, নাটোর (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, শেরপুর সড়ক উপ-বিভাগ, বগুড়া) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে উল্লেখপূর্বক গত ২৭-১১-২০২২ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ (৩)(১) অনুযায়ী কেন গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না সে মর্মে ২য় কারণ দর্শানো হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন। ২য় কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনা করে পুনরায় শুনানী গ্রহণ করা হয়। তার আলোকে ডিপিপি পর্যালোচনা করা হয়;

যেহেতু, ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে কোনো সমীক্ষা করা হয়নি। ডিপিপি প্রণয়নের ০৫ (পাঁচ) বছর পর কাজ শুরু করার পর বাস্তব কারণে রিজিড পেভমেন্ট, রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ হ্রাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই হ্রাস বৃদ্ধির কাজটি একটি কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। এ দুটি অভিযোগ যথাযথ হয়নি তাই শাস্তিযোগ্য নয় মর্মে বিবেচিত হয়;

যেহেতু, ভূমি অধিগ্রহণের সময় বাদ পরা ৫.২৩ একর ভূমি পূর্বে এল এ কেইস নম্বর ১৫/সওজ/২০০২ এর অধীনে অধিগ্রহণ হয়েছে অনুমান করে প্রথম অধিগ্রহণ থেকে বাদ দেয়া হয়। পরবর্তীতে জানা যায় এল এ কেইস সৃষ্ট হলেও ৫.২৩ একর ভূমি পূর্বে অধিগ্রহণ করা হয়নি। তিনি প্রাক্কলন যাচাই না করে অতি মাত্রায় সার্ভেয়ারের প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনের উপর নির্ভর করে ডিপিপিতে স্বাক্ষর করেছেন;

যেহেতু, নিজে সরেজমিনে না দেখে অতিমাত্রায় সার্ভেয়ারের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করা যথাযথ হয়নি, তা দায়িত্ব অবহেলার পর্যায়ে পরে যা গুরুদণ্ড আরোপের মতো অসদাচরণ নয়;

যেহেতু, তার এ ধরনের কার্যক্রমে সরকারের কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি, দায়িত্ব অবহেলার বিষয়টি গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য নয়। সর্বোপরি সমীক্ষা ছাড়া ডিপিপি প্রণয়নের কারণে পরবর্তীতে সংশোধনের প্রয়োজন হয়;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব মল্লিক রাশেদুল বারী ইবনে কুদ্দুস (পরিচিতি নম্বর-৩০০৩৪০), উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক উপ-বিভাগ-২, নাটোর (সাবেক উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, শেরপুর সড়ক উপ-বিভাগ, বগুড়া) এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি অনুযায়ী জারীকৃত কারণ দর্শানোর জবাব পর্যালোচনা করে গুরুদণ্ড আরোপের কোনো ক্ষেত্র না থাকায় এবং বর্তমানে তিনি অবসরে থাকায় ও তার দ্বারা সরকারের কোনো অর্থের অপচয় না হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৬(২) অনুযায়ী তাঁকে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এর আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পলিসি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২৮ নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৬.০০.০০০০.০৬১.২২.০০২.১৯.২২৪—তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করার নিমিত্ত সরকার 'স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩' অনুমোদন করেছে। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে গেজেটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, 'স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩' অনুমোদনের পর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২১' রহিত হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হান্নান
উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)।

স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩

১. **পটভূমি:**

স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্বীকৃতি পায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখী, সমৃদ্ধ "সোনার বাংলা" গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)-এর সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতার দিক নির্দেশনায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ-ভূ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সারিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরে বিশেষ করে অনগ্রসর এলাকায় সরকারি সেবা ও সুবিধা পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ডিজিটাল-সার্ভিসের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন মহাযজ্ঞের নেতৃত্ব প্রদানকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা 'আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ' জনাব সজীব ওয়াজেদ এঁর পরামর্শে ৪টি মূল স্তম্ভ 'ডিজিটাল সরকার, নাগরিকদের ডিজিটাল সেবা প্রদান, আইসিটি ভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং আইসিটি ভিত্তিক শিল্পের বিকাশ' এর ভিত্তিতে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই চারটি মূল স্তম্ভকে ভিত্তি করে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা' এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারণাকে স্ফুরিত করার লক্ষ্যে সরকার ১২ ডিসেম্বরকে প্রথমে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস' হিসেবে এবং পরবর্তীতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৪১৬.২৩.০০১.২০.৯৩২ নং স্মারকের প্রেক্ষিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস 'খ' শ্রেণির দিবস হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমতে প্রতি বছর ১২ ডিসেম্বর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস' উদযাপন করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ ডিসেম্বর ২০২২ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও জ্ঞানভিত্তিক 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের ঘোষণা প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ- এঁর দূরদর্শী দিক-নির্দেশনা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এমপি- এঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের মাইলফলক অর্জন করে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছে। অপরদিকে ২০৩০ সালের মধ্যে SDG বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ: স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি। স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ও অন্যান্য আওতাধীন সংস্থাসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের সম্ভাবনা-কে কাজে লাগানো ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি যেমন: এআই, আইওটি, ব্লকচেইন, বিগ ডাটা, রোবটিক্স, 3D প্রিন্টিং, ক্লাউড কম্পিউটিং, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি ইত্যাদি উচ্চ প্রযুক্তি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং নেটওয়ার্ক উন্নয়নের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ বা আধুনিকীকরনে ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান কে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করা হলো।

২. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও সংজ্ঞা:

২.১: **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** : এ নীতিমালা **স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩** নামে অভিহিত হবে।

২.২: **প্রবর্তন** : এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২.৩: **সংজ্ঞা:**

(১) '**ব্যক্তি**' বলতে সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোনো পর্যায়ের কর্মচারী/ব্যক্তি বুঝাবে;

(২) '**দল**' বলতে সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত যে কোনো পর্যায়ের একাধিক কর্মচারী/ব্যক্তির সমষ্টিকে বুঝাবে;

(৩) '**প্রতিষ্ঠান**' বলতে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে; এবং

(৪) '**সচিব**' বলতে সিনিয়র সচিব, সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিব বুঝাবে।

৩. উদ্দেশ্য:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগানো এবং স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা।

৪. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে পুরস্কার প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করা হবে:

৪.১. সাধারণ:

৪.১.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;

৪.১.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;

৪.১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;

৪.১.৪ কেন্দ্রীয়/মাঠ পর্যায়ে/বাংলাদেশ মিশনে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং

৪.১.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

৪.২ কারিগরি:

৪.২.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার/নেটওয়ার্ক উন্নয়ন;

৪.২.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা) নিশ্চিতকরণ;

৪.২.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং

৪.২.৪ বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ফ্রন্টিয়ার/ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪.৩ স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভের সাথে স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার এর ক্ষেত্রগুলোর সম্পৃক্ততা নিম্নরূপ:

পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্র	স্মার্ট বাংলাদেশের স্তম্ভ
৪.৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন	স্মার্ট সিটিজেন
৪.৩.২ কেন্দ্রীয়/মাঠ পর্যায়ে/বাংলাদেশ মিশনে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন ৪.৩.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন ৪.৩.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার/নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ৪.৩.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের (সাইবার নিরাপত্তা) নিশ্চিতকরণ	স্মার্ট গভর্নমেন্ট
৪.৩.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান ৪.৩.৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান	স্মার্ট ইকোনমি
৪.৩.৮ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন এবং ৪.৩.৯ বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ফ্রন্টিয়ার/ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।	স্মার্ট সোসাইটি

৫. পুরস্কারের শ্রেণি বিভাগ:

৫.১. জাতীয় পর্যায়ে (সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬টি করে মোট- ১২টি পুরস্কার):

৫.১.১. সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান— এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে মোট ১২টি পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৫.১.২. পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ, নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

ক) ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে।

খ) দলগত অবদানের ক্ষেত্রে দলের সকল সদস্যকে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ জনপ্রতি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা করে সর্বোচ্চ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে। দলের সদস্য ০৫ জনের বেশি হলে ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা সমভাবে বন্টন করা হবে।

গ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও ১টি ল্যাপটপ প্রদান করা হবে।

৫.২. জেলা পর্যায়ে (সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৬টি করে মোট- ১২টি পুরস্কার):

৫.২.১. সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান— এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে মোট ১২টি পুরস্কার প্রদান করা হবে (জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রাপ্তরা ব্যতীত)।

৫.২.২. পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র, নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

ক) ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ জনপ্রতি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রদান করা হবে।

খ) দলগত অবদানের ক্ষেত্রে দলের সকল সদস্যকে ক্রেস্ট, সম্মাননাপত্র ও নগদ জনপ্রতি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে মোট ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। দলের সদস্য ০৫ জনের বেশি হলে ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সমভাবে বন্টন করা হবে।

গ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ক্রেস্ট , সম্মাননা সনদ ও ০১ টি ল্যাপটপ প্রদান করা হবে।

৬. পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমের ব্যয়:

পুরস্কার প্রদান কার্যক্রমের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের বাজেটে বরাদ্দ নির্ধারিত থাকবে।

৭. বাস্তবায়ন সময়সূচি:

পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ক্যালেন্ডার বছরের (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নেওয়া হবে। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সময়সূচি নিম্নরূপ হবে:

মনোনয়ন আহবান	-	০৫ জুলাই-এর মধ্যে
জেলা পর্যায়ের বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির নিকট আবেদন দাখিল	-	০৫ আগস্ট-এর মধ্যে
জেলা পর্যায়ের বাছাই কমিটি ও কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক আবেদন যাচাই-বাছাই	-	৩১ আগস্ট-এর মধ্যে
কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক জেলা পর্যায়ে ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত বাছাইকৃত আবেদনসমূহ হতে পুরস্কারের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন	-	২০ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে
সুপারিশকৃত আবেদনসমূহ 'জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি'র নিকট প্রেরণ	-	১০ অক্টোবর-এর মধ্যে
পুরস্কার প্রদান	-	১২ ডিসেম্বর

৮. মনোনয়ন প্রক্রিয়া:

৮.১. প্রাথমিক মনোনয়ন প্রেরণ:

৮.১.১. মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা সরকারি পর্যায়ে ব্যক্তি, দল এবং প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জেলা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্যক্তি, দল এবং প্রতিষ্ঠান সরাসরি জেলা বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। [শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত বেসরকারি ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা জেলা বাছাই কমিটি, ঢাকা বা কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি-এর নিকট প্রেরণ করতে পারবে।]

৮.১.২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারি অধিদপ্তর/ দপ্তর/সংস্থা/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান শ্রেণির মনোনয়নের প্রাথমিক প্রস্তাবনা কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৮.১.৩. সকল মনোনয়ন প্রেরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত ছক **(সংযোজনী)** ব্যবহার করতে হবে।

৮.২.বাছাই কমিটি

৮.২.১. জেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি:

১.	জেলা প্রশাসক	-সভাপতি
২.	সিভিল সার্জন	-সদস্য
৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ	-সদস্য
৪.	পুলিশ সুপার	-সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট জেলায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের (যদি থাকে)/সরকারি কলেজের আইসিটি বিষয়ক বিভাগের শিক্ষক	-সদস্য
৬.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	-সদস্য
৭.	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়	-সদস্য
৮.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	-সদস্য
৯.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	-সদস্য
১০.	আইসিটি বিশেষজ্ঞ (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-সদস্য
১১.	প্রোগ্রামার	-সদস্য
১২.	এফবিসিসিআই/চেম্বার অব কর্মাস-এর প্রতিনিধি	-সদস্য
১৩.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	- সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

ক) জেলা বাছাই কমিটি সাধারণ ও কারিগরি পৃথক ২টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান— এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে মোট ১২টি প্রস্তাব বাছাইয়ের স্বপক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করে সুপারিশসহ কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

খ) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করবে;

গ) প্রয়োজনে কমিটি অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে;

ঘ) জেলা কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৮.২.২. কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১.	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-সভাপতি
২.	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	-সদস্য
৩.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-সদস্য
৪.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	-সদস্য
৫.	সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬.	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-সদস্য
৭.	সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	-সদস্য
৮.	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৯.	অতিরিক্ত সচিব (অর্গানাইজেশনাল সাপোর্ট অনুবিভাগ), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

(ক) জাতীয় দৈনিক পত্রিকা (১টি বাংলা ও ১ টি ইংরেজি) ও ওয়েব পোর্টালে মনোনয়ন/আবেদনপত্র আহবান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে;

(খ) যাচাই-বাছাই কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য এক বা একাধিক কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করতে পারবে;

(গ) প্রাপ্ত মনোনয়ন বাছাই করে সাধারণ ও কারিগরি প্রথক ২ টি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলাদাভাবে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এ তিনটি শ্রেণিতে ১টি করে জাতীয় পর্যায়ের মোট ১২টি প্রস্তাব এবং জেলা পর্যায়ের মোট ১২ টি প্রস্তাব বাছাইয়ের স্বপক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করে মূল্যায়ন করবে;

(ঘ) বাছাইয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করবে;

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনে অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে পারবে;

(চ) কমিটি আবেদন মূল্যায়নপূর্বক চুড়ান্ত মনোনয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে; এবং

(ছ) কমিটি প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৮.২.৩. পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে পদ্ধতি অনুসরণ:

জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত তালিকা বিবেচনা করে উক্ত তালিকা হতে অথবা মন্ত্রিসভা কমিটির বিবেচনায় জাতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যক্তি/দল/প্রতিষ্ঠানের নাম চূড়ান্তভাবে বাছাই করার পর তা অনুমোদনের নিমিত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করবে।

৯. বাস্তবায়ন:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর ‘স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কার নীতিমালা ২০২৩’ এর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

১০. পুরস্কার পরিকল্পনায় বিবেচ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি:

১০.১. মনোনয়ন পত্রের তথ্য অসম্পূর্ণ বা অসত্য বা অস্পষ্ট এবং নমুনা অনুযায়ী যথাযথ প্রমাণপত্র না থাকলে মনোনয়ন পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;

১০.২. এ পুরস্কার কার্যক্রমের সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে; এবং

১০.৩. কোনো শ্রেণিতে কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন কোনো প্রস্তাব পাওয়া না গেলে, সেক্ষেত্রে ঐ শ্রেণিতে পুরস্কার প্রদান বিবেচনা করা হবে না।

সংযোজনী-ক

ব্যক্তির পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কারের আবেদন ফরম (ব্যক্তির জন্য)

১। উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম:

২। যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

১. সরকারি / বেসরকারি / আধা-সরকারি / স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী

২. অন্যান্য——

৩। নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. **সাধারণ**

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;

২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;

৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;

৪. কেন্দ্রীয় বা মাঠ পর্যায়ে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং

৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

খ. **কারিগরি**

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার উন্নয়ন;

২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা);

৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং

৪.বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪। ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য:

৪.১ নাম...

৪.২ পেশা : ....পদবি..............................

৪.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....

৪.৪ ফোন: (দাপ্তরিক)........................ (আবাসিক) ....

ফ্যাক্স নম্বর:..........................মোবাইল:...........................

ই-মেইল:...

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:..

৫। যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন কোন ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখপূর্বক তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ):

৬। উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ২৫০০ শব্দ) :

ক) প্রেক্ষাপট;

খ) উদ্দেশ্যসমূহ;

গ) বাস্তবায়নের সময়কাল;

ঘ) কার্যক্রম;

ঙ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ;

চ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ;
ছ) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা;
জ) উপকারভোগী ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
ঝ) সম্পৃক্ততা (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি);
ঞ) সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন;
ট) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব;
ঠ) পরিবেশ-বান্ধব ও ব্যবহার-বান্ধব;
ড) উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য;
ঢ) প্রকল্প/উদ্যোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থাকলে তার লিংক উল্লেখ করুন।

৭। **প্রকল্প/উদ্যোগে মনোনীত ব্যক্তির ভূমিকা/সম্পৃক্ততা (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ)**

৮। **প্রমাণকসমূহ (সংযুক্ত করতে হবে):**
ক) ওয়েব লিংক
খ) জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন
গ) প্রত্যয়ন পত্র/সনদপত্র
ঘ) প্রতিবেদন
ঙ) টিভি/সংবাদপত্রের নিউজ
চ) ভিডিও/ এভি ইত্যাদি
ছ) অন্যান্য

৯। উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:
আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা:
তারিখ:

সংযোজনী-খ

দলের পক্ষে আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কারের আবেদন ফরম (দলের জন্য)

১। **উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম:**

২। **যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক**

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক) সরকারি / বেসরকারি / আধা-সরকারি / স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী

খ) অন্যান্য——

৩। **নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক**

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. **সাধারণ**

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;
৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;
৪. কেন্দ্রীয় বা মাঠ পর্যায়ে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

খ. **কারিগরি**

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার উন্নয়ন;
২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা);
৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং
৪.বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪। **দল সম্পর্কিত তথ্য (সকল সদস্যের তথ্য লিখুন):**

ক) সদস্য-১: নাম..
পেশা : ....পদবি..............................
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....
ফোন: (দাপ্তরিক)........................ (আবাসিক) ....
ফ্যাক্স নম্বর:..........................মোবাইল:..........................
ই-মেইল:..
প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:..

খ) সদস্য-২: নাম..
পেশা : ....পদবি..............................
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....
ফোন: (দাপ্তরিক)........................ (আবাসিক) ....
ফ্যাক্স নম্বর:..........................মোবাইল:..........................
ই-মেইল:..
প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:..

গ) সদস্য-৩: নাম..
পেশা : ....পদবি..............................
শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....
ফোন: (দাপ্তরিক)........................ (আবাসিক) ....
ফ্যাক্স নম্বর:..........................মোবাইল:..........................
ই-মেইল:..
প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:..

ঘ) সদস্য-৪: নাম...

পেশা : ....পদবি...............................

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....

ফোন: (দাপ্তরিক)........................ (আবাসিক) ....

ফ্যাক্স নম্বর:..........................মোবাইল:...........................

ই-মেইল:...

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

ঙ) সদস্য-৫: নাম...

পেশা : ....পদবি...............................

শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্বোচ্চ) ....

ফোন: (দাপ্তরিক)........................ (আবাসিক) ....

ফ্যাক্স নম্বর:..........................মোবাইল:...........................

ই-মেইল:...

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

৫। যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন কোন ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখপূর্বক তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ):

৬। উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ২৫০০ শব্দ) :

ক) প্রেক্ষাপট;
খ) উদ্দেশ্যসমূহ;
গ) বাস্তবায়নের সময়কাল;
ঘ) কার্যক্রম;
ঙ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ;
চ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ;
ছ) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা;
জ) উপকারভোগী/ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি;
ঝ) সম্পৃক্ততা (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি);
ঞ) সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন;
ট) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব;
ঠ) পরিবেশ বান্ধব ও ব্যবহার বান্ধব;
ড) উদ্যোগটির সম্প্রসারণযোগ্য;
ঞ) প্রকল্প/উদ্যোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থাকলে তার লিংক উল্লেখ করুন।

৭। প্রকল্প/উদ্যোগে মনোনীত দলের সদস্যদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভূমিকা/সম্পৃক্ততার ধরণ (সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দ)

৮। প্রমাণকসমূহ (সংযুক্ত করতে হবে):

ক) ওয়েব লিংক
খ) জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন
গ) প্রত্যয়ন পত্র/ সনদপত্র
ঘ) প্রতিবেদন
ঙ) টিভি/সংবাদপত্রের নিউজ
চ) ভিডিও/ এভি ইত্যাদি
ছ) অন্যান্য

৯। উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর (দল নেতা)
আবেদনকারীর নাম
তারিখ:

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারীর পাসপোর্ট আকারের ২টি ও স্ট্যাম্প আকারের ২টি রঙিন ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

সংযোজনী-গ

স্মার্ট বাংলাদেশ পুরস্কারের আবেদন ফরম (প্রতিষ্ঠানের জন্য)

১। **উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার শিরোনাম:**

২। **যে শ্রেণিতে পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক**

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. সরকারি / বেসরকারি / আধা-সরকারি / স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান

খ. অন্যান্য—

৩। **নিম্নলিখিত যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আবেদন করতে ইচ্ছুক**

[প্রযোজ্য শ্রেণিতে টিক (√) চিহ্ন দিন]

ক. সাধারণ

১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন;
২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশে অবদান;
৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান;
৪. কেন্দ্রীয় বা মাঠ পর্যায়ে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন; এবং
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিক সেবার মান উন্নয়ন।

খ. কারিগরি

১.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে সফটওয়ার/হার্ডওয়ার উন্নয়ন;
২.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের নিরাপত্তা (সাইবার নিরাপত্তা);
৩.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং
৪.বাংলাদেশে সমৃদ্ধি আনয়নে ইমার্জিং টেকনোলজির ব্যবহার।

৪। **প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:**

৪.১ প্রতিষ্ঠানের নাম...

৪.২ ঠিকানা..

প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট:...

৪.৩ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আবেদনকারীর তথ্য:

নাম...

পেশা.......................... পদবি ....

ঠিকানা ....

ফোন: (দাপ্তরিক)..................... মোবাইল:...........................

ই-মেইল:...

৫। **যে উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার জন্য নীতিমালায় (নীতিমালার ৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) বর্ণিত কোন কোন ইতিবাচক অবদান রাখছে তা উল্লেখপূর্বক তাঁর স্বপক্ষে বক্তব্য (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ):**

৬। **উদ্যোগ/প্রকল্প/ধারণার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ (সর্বোচ্চ ২৫০০ শব্দ) :**

ক) প্রেক্ষাপট;
খ) উদ্দেশ্যসমূহ;
গ) বাস্তবায়নের সময়কাল;
ঘ) কার্যক্রম;
ঙ) ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ;
চ) বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ;

ছ) অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা;
জ) উপকারভোগী/ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি/মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা;
ঝ) সম্পৃক্ততা (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, জাতীয় আইসিটি নীতিমালা ইত্যাদি);
ঞ) সৃষ্ট প্রভাব/পরিবর্তন;
ট) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান/প্রভাব;
ঠ) পরিবেশ বান্ধব ও ব্যবহার বান্ধব;
ড) উদ্যোগটির সম্প্রসারণযোগ্য;
ঢ) প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ;
ণ) প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট আছে কি না?
ত) বিশেষভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ;
থ) প্রকল্প/উদ্যোগ সংক্রান্ত ওয়েবসাইট থাকলে তার লিংক উল্লেখ করুন।

৭। প্রকল্প/উদ্যোগ মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা/সম্পৃক্ততা (সর্বোচ্চ ১৫০ শব্দ)

৮। **প্রমাণকসমূহ (সংযুক্ত করতে হবে):**
ক) ওয়েব লিংক
খ) জরিপ বা গবেষণা প্রতিবেদন
গ) প্রত্যয়ন পত্র/ সনদপত্র
ঘ) প্রতিবেদন
ঙ) টিভি/সংবাদপত্রের নিউজ
চ) ভিডিও/ এভি ইত্যাদি
ছ) অন্যান্য

৯। উপরে প্রদত্ত তথ্য এবং সংযুক্ত কাগজপত্র আমার জানামতে সঠিক। পরবর্তীতে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে এ বিষয়ে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে চলবো।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর (প্রতিষ্ঠান প্রধান)
আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা
তারিখ:

সংযোজনী-ঘ

মূল্যায়ন ছক(ব্যক্তিগত পুরস্কারের জন্য)

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	
২.	উদ্যোগটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫	
৩.	যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্যোগটির সংশ্লিষ্টতা (Relevancy)	৫	
৪.	উদ্যোগটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫	
৫.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৫	
৬.	চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৫	
৭.	উদ্যোগটি টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	৫	
৮.	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা বেকারত্ব নিরশনে ভূমিকা	৫	
৯.	উদ্যোগটির উপকারভোগী	৪	
১০.	জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সঙ্গে উদ্যোগটির সম্পৃক্ততা	৪	
১১.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগটির ভূমিকা	৫	
১২.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG) অর্জনে/পূরণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা	৫	
১৩.	উদ্যোগটির অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	৫	
১৪.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোটির অবদান /প্রভাব	৫	
১৫.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি প্রভাব/পরিবর্তন/ফলাফল	৫	
১৬.	পরিবেশ-বান্ধব কিনা?(Environment friendly)	৪	
১৭.	উদ্যোগটি ব্যবহার বান্ধব কিনা? (User friendly)	৫	
১৮.	উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য(Scalability/Extended) কিনা? হ্যাঁ হলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৫	
১৯.	দেশীয়/আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরস্কার/সনদ/গবেষণাপত্র/সম্মাননা ইত্যাদি	৪	
২০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল্যবোধ ধারনা/প্রচার	৪	
২১.	উদ্যোগটির প্রমাণক	৫	
	মোট	১০০	

সংযোজনী-ঙ

মূল্যায়ন ছক(দলগত পুরস্কারের জন্য)

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৫	
২.	উদ্যোগটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৫	
৩.	যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্যোগটির সংশ্লিষ্টতা(Relevancy)	৫	
৪.	উদ্যোগটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৫	
৫.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৪	
৬.	চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৪	
৭.	উদ্যোগটি টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	৫	
৮.	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা বেকারত্ব নিরশনে ভূমিকা	৪	
৯.	উদ্যোগটির উপকারভোগী	৪	
১০.	উদ্যোগে দলের সদস্যের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভূমিকা/সম্পৃক্ততা	৫	
১১.	জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সঙ্গে উদ্যোগটির সম্পৃক্ততা	৪	
১২.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগটির ভূমিকা	৫	
১৩.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য(SDG) অর্জনে/পূরণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা	৫	
১৪.	উদ্যোগটির অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	৪	
১৫.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোটির অবদান /প্রভাব	৫	
১৬.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি প্রভাব/পরিবর্তন/ফলাফল	৫	
১৭.	পরিবেশ-বান্ধব কিনা?(Environment friendly)	৪	
১৮.	উদ্যোগটি ব্যবহার বান্ধব কিনা? (User friendly)	৪	
১৯.	উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য(Scalability/Extended) কিনা? হ্যাঁ হলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৫	
২০.	দেশীয়/আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরস্কার/সনদ/গবেষণাপত্র/সম্মাননা ইত্যাদি	৪	
২১.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল্যবোধ ধারনা/প্রচার	৪	
২২.	উদ্যোগটির প্রমাণক	৫	
	মোট	১০০	

সংযোজনী-চ

মূল্যায়ন ছক (প্রতিষ্ঠানের পুরস্কারের জন্য)

ক্রম	নির্দেশক/পরিমাপক	সর্বোচ্চ নম্বর	প্রাপ্ত নম্বর
১.	উদ্যোগটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪	
২.	উদ্যোগটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪	
৩.	যে ক্যাটাগরিতে আবেদন করা হয়েছে তার সঙ্গে উদ্যোগটির সংশ্লিষ্টতা(Relevancy)	৪	
৪.	উদ্যোগটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৪	
৫.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ	৪	
৬.	চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ	৪	
৭.	উদ্যোগটি টেকসইকরণে গৃহীত পদক্ষেপ	৪	
৮.	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা বেকারত্ব নিরশনে ভূমিকা	৪	
৯.	উদ্যোগটির উপকারভোগী	৪	
১০.	বিশেষভাবে সক্ষম জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণ	৩	
১১.	মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	৪	
১২.	প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ	৪	
১৩.	প্রতিষ্ঠানে গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট আছে কিনা?	৪	
১৪.	আইটি শিল্প বিকাশে অবদান	৪	
১৫.	জাতীয় আইসিটি নীতিমালার সঙ্গে উদ্যোগটির সম্পৃক্ততা	৪	
১৬.	স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগটির ভূমিকা	৪	
১৭.	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য(SDG) অর্জনে/পূরণের সঙ্গে সম্পৃক্ততা	৪	
১৮.	উদ্যোগটির অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা	৪	
১৯.	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোটির অবদান /প্রভাব	৪	
২০.	উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি প্রভাব/পরিবর্তন/ফলাফল	৪	
২১.	পরিবেশ-বান্ধব কিনা? (Environment friendly)	৪	
২২.	উদ্যোগটি সম্প্রসারণযোগ্য(Scalability/Extended) কিনা? হ্যাঁ হলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা	৪	
২৩.	দেশীয়/আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি/পুরস্কার/সনদ/গবেষণাপত্র/সম্মাননা ইত্যাদি	৪	
২৪.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মূল্যবোধ ধারনা/প্রচার	৪	
২৫.	উদ্যোগটির প্রমাণক	৫	
	মোট	১০০	